সমকাল

তারিখ : 19 JAN 2016
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৬ ...

# বাড়তি বেতন-ফি আদায়ে ২৮ বিশিষ্ট নাগরিকের ক্ষোভ

■ সমকাল প্রতিবেদক

বছরের শুরুতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বর্ধিত বেতন, ভর্তি ফিসহ অন্যান্য ফি আদায় করায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন দেশের ২৮ জন বিশিষ্ট নাগরিক। এমন কর্মকাণ্ডের নিন্দা জানিয়ে তারা বলেছেন, শিক্ষা কোনো পণ্য নয়। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কেন কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করছে না, তা তাদের বোধগম্য নয়।

গত রোববার বিশিষ্ট নাগরিকরা এক বিবৃতিতে বলেছেন, তারা আশা করেন, সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও দপ্তর আদালতের নির্দেশনার আলোকে এই অনৈতিক ও বৈষম্যমূলক প্রয়াস বন্ধে আশু পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং সংবিধানে বর্ণিত সবার জন্য শিক্ষার অধিকার নিশ্চিতকরণে রাষ্ট্রের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করবে।

যদিও গত রোববারই শিক্ষা মন্ত্রণালয় বাড়তি বেতন নেওয়া বন্ধ করতে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে।

বিবৃতিতে স্বাক্ষরকারীরা হলেন– অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ, নজরুল ইসলাম, সেলিনা হোসেন, মাহফুজা খানম, এম হাফিজউদ্দিন খান, এ্যারোমা দত্ত, হোসেন জিল্লুর রহমান, অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল, রাশেদা কে চৌধুরী, অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, শফি আহমদ, মেসবাহ কামাল, সৈয়দ আবুল মকসুদ, রামেন্দু মজুমদার, নাসির উদ্দীন ইউসুফ, মনজুর আহমদ, অধ্যাপক এম এম আকাশ, হায়াৎ মামুদ, মামুনুর রশীদ, ড. ইফতেখারুজ্জামান, ড. বদিউল আলম মজুমদার, শাহীন আনাম, ফারাহ কবীর, এম এ মুহিত, নিশাত মজুমদার ও এজাজুল ইসলাম।

বিবৃতিতে বলা হয়, বেশ কয়েকটি স্কুলে অস্বাভাবিক বেতন ও ফি বাড়ানোর কারণে অভিভাবকদের ওপর বাড়তি বোঝা ও অনভিপ্রেত চাপের সৃষ্টি হয়েছে। সরকারি নীতিমালার বাইরে বেতন ও ভর্তি ফি বৃদ্ধির এ ঘটনা ক্রমাগত অসহনীয় পর্যায়ে চলে যাচ্ছে। একদিকে অভিভাবকরা রাস্তায় নামছেন, অন্যদিকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের অনমনীয় মনোভাবের কারণে শিক্ষাঙ্গনে অস্থিরতা সৃষ্টি হচ্ছে, যা মোটেও কাম্য নয়।

বিশিষ্ট নাগরিকরা আরও বলেন, 'বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সরকারের জারি করা ভর্তি নীতিমালা মানছে না বলে অভিযোগ উঠেছে। চলমান এ ধরনের ঘটনায় আমরা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। এটি সরকারের নীতিমালা এবং আদালতের নির্দেশনার সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।' তারা উল্লেখ করেন, সংবিধানে সব নাগরিকের শিক্ষা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব হিসেবে স্বীকৃত। মূলধারার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ ধরনের অযৌক্তিক ভর্তি ফি ও বেতন বৃদ্ধি কখনোই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।